হোমিও
চক্ষু চিকিৎসা বিজ্ঞান

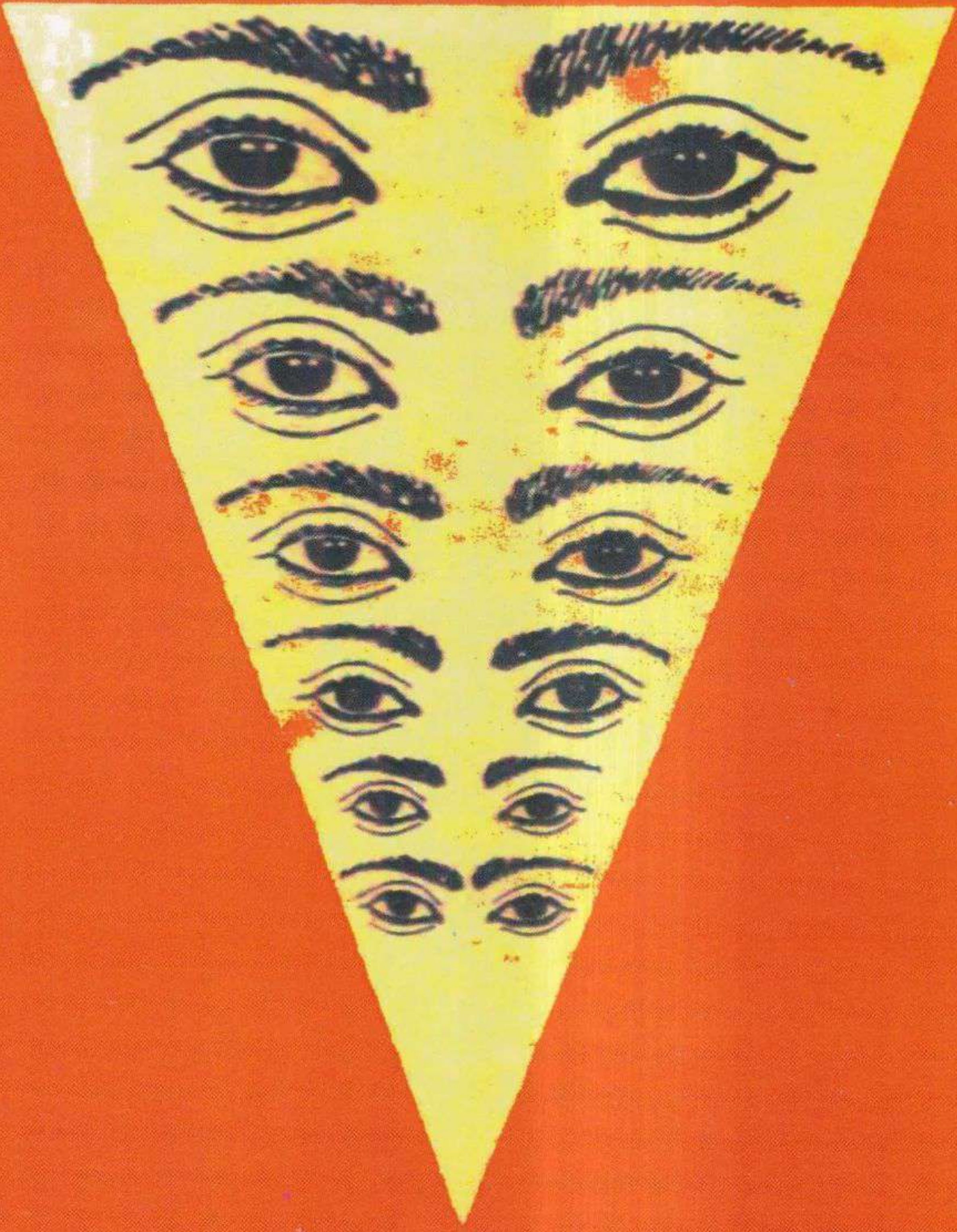

ডাঃ অধ্যাপক খন্দকার আব্দুর রশিদ

সূচীপত্র

(১) এসেটানিলিডাম– ১
(২) একোনাইটাম নেপিল্লাস– ২
(৩) ইস্কিউলাস হিপ– ৩
(৪) ইথুজা সিনাপিয়াম– ৫
(৫) এগারিকাস মাস্কেরিয়াস– ৬
(৬) এগনাস ক্যাসটাস– ৮
(৭) এলিয়াম সেপা– ৯
(৮) এলো সকোটাইন– ১১
(৯) এলুমিনা– ১২
(১০) এমব্রোশিয়া– ১৫
(১১) এমোনিয়াম ব্রোমেটাম– ১৬
(১২) এমোনিয়াম কার্ব– ১৭
(১৩) এমোনিয়াম মিউরিয়াটিকাম– ১৯
(১৪) এনাকার্ডিয়াম– ২০
(১৫) এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম– ২১
(১৬) এন্টিপাইরিন– ২৩
(১৭) এপিস মেলিফিকা– ২৫
(১৮) আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম– ২৭
(১৯) আর্জেন্টাম মেটালিকাম– ২৯
(২০) আর্নিকা মোনটানা– ৩১
(২১) আর্সেনিকাম এল্বাম– ৩৩
(২২) আর্সেনিকাম মেটালিকাম– ৩৫
(২৩) আর্টিমিশিয়া ভালগারিস– ৩৬
(২৪) এসাফেটিডা– ৩৭
(২৫) এসারাম ইউরোপাম– ৩৯
(২৬) অরাম মেটালিকাম– ৪১
(২৭) এট্রোপিয়া– ৪৩
(২৮) ব্যাডিয়াগা– ৪৫
(২৯) ব্যারাইটা কার্ব– ৪৬

(৩০) বেলেডোনা- ৪৯
(৩১) বেঞ্জিনাম- ৫২
(৩২) বোরাক্স- ৫৪
(৩৩) ব্রোথ্রপস্ ল্যাংকিওল্যাটাস- ৫৬
(৩৪) ব্রায়োনিয়া এল্বাম- ৫৮
(৩৫) বিউফোরানা- ৫৯
(৩৬) ক্যাডমিয়াম সালফ- ৬১
(৩৭) ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা- ৬৩
(৩৮) ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা- ৬৭
(৩৯) ক্যালকেরিয়া ফস- ৭১
(৪০) ক্যালকেরিয়া সালফ- ৭৫
(৪১) ক্যালেন্ডুলা অফি- ৭৭
(৪২) ক্যাম্ফোরা- ৭৮
(৪৩) ক্যানাবিস ইন্ডিকা- ৮১
(৪৪) ক্যানাবিস স্যাটাইভা- ৮৩
(৪৫) ক্যান্থারিস- ৮৫
(৪৬) কার্বো-ভেজিটেবিলিস- ৮৭
(৪৭) কার্বোনিয়াম অক্সিজেনিসেটাম- ৮৮
(৪৮) কার্বোনিয়াম সালফুরেটাম- ৯০
(৪৯) কষ্টিকাম- ৯২
(৫০) সিড্রন সিমারুবা ফেরোজিনিয়া- ৯৫
(৫১) ক্যামোমিলা- ৯৭
(৫২) চেলিডোনিয়াম মেজাস- ৯৮
(৫৩) চিমাফিলা আম্বেলেটা- ১০০
(৫৪) চিনিনাম আর্সেনিকোসাম- ১০১
(৫৫) ক্লোরেলাম- ১০৩
(৫৬) ক্রাইসা রোবিনাম- ১০৫
(৫৭) সাইকুটা ভিরোসা- ১০৬
(৫৮) সিমিসিফিউগা- ১০৯
(৫৯) সিনা- ১১২
(৬০) সিংকনা / চায়না- ১১৫
(৬১) সিন্নাবেরিস- ১১৯

(৬২) সিনেরেরিয়া– ১২৩
(৬৩) ক্লিমেটিস ইরেকটা– ১২৫
(৬৪) কোকা– ১২৮
(৬৫) কোচলিয়েরিয়া– ১৩০
(৬৬) কোলচিকাম– ১৩৩
(৬৭) কলোসিন্থ– ১৩৫
(৬৮) কোমোক্লেডিয়া–ডেন্টাটা– ১৩৬
(৬৯) কোনিয়াম–এম ১৩৮
(৭০) ক্রোকাস স্যাট– ১৪৩
(৭১) ক্রোটেলাস হরিডাস– ১৪৫
(৭২) ক্রোটন টিগলিয়াম– ১৪৭
(৭৩) কুপ্রাম মেটালিকাম– ১৪৯
(৭৪) কিউরারি উরারি– ১৫২
(৭৫) সাইক্লোমিন– ১৫৪
(৭৬) ডিজিটেলিস– ১৫৭
(৭৭) ডিউবোশিয়া– ১৫৯
(৭৮) ডালকামারা– ১৬০
(৭৯) ইলান্স কোরালিনাস– ১৬২
(৮০) ইউফোর্বিয়া লেথাই– ১৬৫
(৮১) ইউফ্রেশিয়া– ১৬৬
(৮২) ফ্যাগোপাইরাম– ১৬৯
(৮৩) ফেরাম মেটালিকাম– ১৭০
(৮৪) ফেরাম ফসফরিকাম– ১৭২
(৮৫) ফিলিক্স মাস– ১৭৪
(৮৬) ফ্লোরিকাম এসিডাম– ১৭৬
(৮৭) জেলসিমিয়াম– ১৭৯
(৮৮) গ্লোনোইন– ১৮২
(৮৯) গ্র্যাফাইটিস– ১৮৪
(৯০) গ্র্যাটিওলা– ১৮৬
(৯১) গ্রিন্ডেলিয়া– ১৮৮
(৯২) গুয়াইয়াকাম– ১৮৯
(৯৩) গুয়ারিয়া– ১৯০

(৯৪) হ্যামামেলিস ভার্জিনিকা- ১৯২
(৯৫) হেলিবোরাস- ১৯৪
(৯৬) হেলোর্ডামা- ১৯৬
(৯৭) হিপার সালফার- ১৯৭
(৯৮) হায়োসায়ামাস- ২০০
(৯৯) হাইপেরিকাম - ২০২
(১০০) ইকথাইওলাম - ২০৪
(১০১) ইগ্নেশিয়া - ২০৬
(১০২) ইলেক্স একুইফোলিয়াম- ২০৮
(১০৩) আইডোফর্মাম- ২০৯
(১০৪) আয়োডাম- ২১০
(১০৫) ইপিকাকুয়েনা- ২১৩
(১০৬) জেকুইরিটি- ২১৫
(১০৭) কেলি বাইক্রোমিকাম- ২১৭
(১০৮) কেলি কার্ব- ২১৯
(১০৯) কেলিহাইডো / আয়োড- ২২২
(১১০) কেলি মিউরিয়েটিকাম- ২২৪
(১১১) কেলি নাইট্রিকাম- ২২৬
(১১২) কেলি ফসফরিকাম- ২২৮
(১১৩) কেলি সালফিউরিকাম- ২৩৩
(১১৪) ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া- ২৩৬
(১১৫) ক্রিয়োজোটাম- ২৩৮
(১১৬) ল্যাকক্যানিনাম- ২৪০
(১১৭) ল্যাকেসিস- ২৪২
(১১৮) লিডাম পাল- ২৪৫
(১১৯) লিলিয়াম টিগ্রিনাম- ২৪৭
(১২০) লিথিয়াম কার্ব- ২৪৯
(১২১) লোবেলিয়া পারপিউরেসেন্স- ২৫১
(১২২) লাইকোপোডিয়াম- ২৫৩
(১২৩) লাইকোপাস ভার্জিনিকাস- ২৫৭
(১২৪) ম্যাগ্নেশিয়া ফসফরিকা- ২৫৯
(১২৫) মেডোরিনাম- ২৬২

(১২৬) মেফাইটিস- ২৬৫
(১২৭) মার্কুরিয়াম করোসাইভাস ২৬৭
(১২৮) মার্কুরিয়াম সালফিউরিকাম- ২৬৯
(১২৯) মেজেরিয়াম- ২৭২
(১৩০) মর্ফিনাম- ২৭৪
(১৩১) ন্যাপথলিন- ২৭৫
(১৩২) নেট্রাম আর্সেনিকাম- ২৭৮
(১৩৩) নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম- ২৮১
(১৩৪) নেট্রাম ফসফরিকাম- ২৮৪
(১৩৫) নেট্রাম সালফিউরিকাম- ২৮৭
(১৩৬) নাইট্রিকাম এসিডাম- ২৯১
(১৩৭) নাক্স মস্কেটা- ২৯৪
(১৩৮) নাক্স ভমিকা- ২৯৬
(১৩৯) ওলিয়েন্ডার- ৩০০
(১৪০) ওলিয়াম এনিমেলি- ৩০২
(১৪১) ওনোস মোডিয়াম - ৩০৪
(১৪২) ওপিয়াম- ৩০৭
(১৪৩) ওস্মিয়াম- ৩০৯
(১৪৪) অক্স্যালিকাম এসিডাম- ৩১১
(১৪৫) অক্সিট্রোপিস- ৩১৩
(১৪৬) প্যারাফিন- ৩১৪
(১৪৭) প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া- ৩১৬
(১৪৮) পেট্রোলিয়াম- ৩১৮
(১৪৯) ফ্যাসিওলাস- ৩২০
(১৫০) ফেলান্ড্রিয়াম- ৩২২
(১৫১) ফসফরিকাম এসিডাম- ৩২৩
(১৫২) ফসফরাস- ৩২৬
(১৫৩) ফাইজাসটিগমা- ৩৩০
(১৫৪) ফাইটোলাক্কা- ৩৩৫
(১৫৫) পিক্রিক এসিড- ৩৩৭
(১৫৬) পাইলোকার্পাস- ৩৩৯
(১৫৭) প্লাটিনা- ৩৪৪

(১৫৮) প্লাম্বাম মেটালিকাম- ৩৪৭
(১৫৯) প্রুনাসস্পাই- ৩৪৯
(১৬০) সোরিনাম- ৩৫১
(১৬১) পালসেটিলা- ৩৫৪
(১৬২) র‍্যানান কিউলাস বাল্বোসাস- ৩৫৭
(১৬৩) র‍্যাফেনাস- ৩৬০
(১৬৪) র‍্যাটানহিয়া- ৩৬১
(১৬৫) রডোডেন্ড্রন- ৩৬৩
(১৬৬) রাস টক্সিকোডেন্ড্রন- ৩৬৫
(১৬৭) রুটা-গ্র্যাভিওলেন্স- ৩৬৮
(১৬৮) সেকারাম অফিসেনেলী সুক্রোজ ৩৭০
(১৬৯) স্যাবাডিলা- ৩৭২
(১৭০) স্যালিক্স নায়াগ্রা- ৩৭৪
(১৭১) স্যাংগুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস- ৩৭৫
(১৭২) স্যান্টোনিনাম- ৩৭৯
(১৭৩) স্যাপোনেরিয়া- ৩৮২
(১৭৪) সার্‌রাসিনিয়া পার্পিউরিয়া- ৩৮৫
(১৭৫) ইসক্রোফুলেরিয়া- ৩৮৬
(১৭৬) সিকেলীকর- ৩৮৮
(১৭৭) সেনেগা - ৩৯১
(১৭৮) সিপিয়া- ৩৯৫
(১৭৯) সাইলিশিয়া- ৪০০
(১৮০) সোলেনাম লাইকো- ৪০৫
(১৮১) স্পাইজেলিয়া- ৪০৭
(১৮২) স্পঞ্জিয়া টোস্টা- ৪০৯
(১৮৩) স্কুইলামেরিটিমা- ৪১১
(১৮৪) ষ্ট্যাফিস্যাগরিয়া- ৪১৩
(১৮৫) ষ্ট্যামোনিয়াম- ৪১৬
(১৮৬) এষ্ট্রোনশিয়া- ৪১৯
(১৮৭) এস্ট্রিকনিনাম- ৪২২
(১৮৮) সালফার- ৪২৩
(১৮৯) সালফিউরিকাম এসিডাম- ৪২৬

(১৯০) সিমফাইটাম- ৪২৯
(১৯১) সিফিলিনাম- ৪৩০
(১৯২) সিজিজিয়াম জ্যাম্বোলেনাম- ৪৩৪
(১৯৩) ট্যাবেকাম- ৪৩৭
(১৯৪) টেলুরিয়াম- ৪৪০
(১৯৫) টেরিবিন্থিনা- ৪৪২
(১৯৬) টিউক্রিয়াম- ৪৪৫
(১৯৭) থেরিডিয়ন- ৪৪৮
(১৯৮) থুজা অক্সিডেন্টালিস- ৪৫০
(১৯৯) থাইরয়েডিনাম- ৪৫৩
(২০০) টিলিয়া ইউরোপা- ৪৫৫
(২০১) টিলিয়াম পেন্ডুলাম- ৪৫৭
(২০২) ইউপাস টিয়েন্টি- ৪৫৮
(২০৩) ইউরেনিয়াম নাইটিকাম- ৪৫৯
(২০৪) ভিরেটাম এল্বাম- ৪৬১
(২০৫) ভায়োলা ওডোরাটা- ৪৬৩
(২০৬) জিরোফাইলাম- ৪৬৫
(২০৭) জিঙ্কাম মেটালিকাম- ৪৬৭
(২০৮) অপব্যবহার জনিত ঔষধাবলী ৪৭০
(২০৯) বৃদ্ধি- ৪৭১
(২১০) উপশম- ৪৮৯
(২১১) মন- ৪৯৭
(২১২) শিরঃপীড়ার সহিত চক্ষু লক্ষন- ৫০৭
(২১৩) বিবিধ- ৫০৯
(২১৪) বিশেষত্ব লক্ষনাবলী- ৫২৭
(২১৫) অশ্রুস্রাব- ৫৪৫
(২১৬) পানি পড়া হ্রাস/বৃদ্ধি- ৪৫৮
(২১৭) আঘাত- ৫৪৯
(২১৮) মনে হয়- ৫৫০
(২১৯) বিশেষ লক্ষন- ৫৫৩
(২২০) চোখের পাতা- ৫৫৭
(২২১) ক্ষত/চুলকানী- ৫৫৯

(২২২) জ্বালা / প্রদাহ, গরম / ঠান্ডা, বোধ / বর্ণ ৫৬১
(২২৩) দেখে- ৫৬৩
(২২৪) বেদনা- ৫৬৮
(২২৫) চক্ষু বেদনার বৃদ্ধি- ৫৭১
(২২৬) চক্ষু বেদনার উপশম- ৫৭২
(২২৭) বেদনার দিক হিসাবে ডান / বাম- ৫৭৩
(২২৮) আলোক- ৫৭৪
(২২৯) নির্ধারিত চক্ষু লক্ষনে বাড়া কমা- ৫৭৫
(২৩০) বিবিধ চক্ষু রোগ- ৫৭৭
(২৩১) ক্যালকেরিয়া ফ্লোর- ৫৮১
(২৩২) ক্যালকেরিয়া ফস- ৫৮২
(২৩৩) ক্যালকেরিয়া সালফ- ৫৮২
(২৩৪) ফেরাম ফস- ৫৮৩
(২৩৫) কেলি মিউর- ৫৮৩
(২৩৬) কেলি সালফ- ৫৮৪
(২৩৭) কেলি ফস- ৫৮৪

১

এসিটানিলিডাম
ACETANILIDUM
ANTIFEBRINUM

খনিজ পদার্থ নিউরেমিডিজের অন্তঃভূক্ত ঔষধ । রক্তের লোহিত কনিকা ধ্বংস হয় এবং রোগী রক্তহীন দূর্বল ও ফ্যাকাশে আকার ধারন করে । এমন কি তাহার শীত প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে না । দেহ অবসাদ হয়ে পড়ে । মূত্র অন্ডো লালাবৎ হয়ে পড়ে । পায়ের গোড়ালী ফুলে যায় ।

ইহার বিভিন্ন পরিনতি শেষ অবধি চক্ষুকে আক্রমন করে । চক্ষু গোলক বিবর্ণ সাদা ফ্যাকাশে হয় । চক্ষু ঘোলা হয়ে যায় । চক্ষু ঘোলা হয়ে যায় – এই লক্ষনের আরও ঔষধ আছে । যেমন– ক্যালি আয়োড, সেনেগা ।

চক্ষুস্থ পেশি দূর্বল হয়ে পড়ে । পেশী কঠিনতা প্রাপ্ত হয় । দৃষ্টি পথকে সংকুচিত করে । চক্ষুতারকা বেড়ে যায় । সাধারণতঃ চক্ষু পত্র সংকুচিত হয় এবং আকারে ছোট হয়ে যায় । ফলে এসেটানিলিডাম ছাড়াও অন্যান্য ঔষধের লক্ষণ এসে যায় । ঔষধ গুলি হইল– ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, এগারিকাস, সাইকুটা–ভি, স্পাইজেলিয়া ।

এই ঔষধটি একক রোগ আরোগ্য ঘটায় না । ইহার ব্যবহারে অন্যান্য ঔষধের লক্ষন এসে যায় । পরিবর্তন এলে লক্ষণ স্বাদৃশ্যে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় । ঔষধটির বাস্তব ব্যবহার কম ।

তুলনীয় ঔষধ – এন্টিপাইরিন ।

ব্যবহৃত শক্তি ক্রম– ৩, ৬ শক্তি ।

২

একোনাইটাম নেপিল্লাস
ACONITUM NAPELLUS
MONKHOOD

মানসিক শারীরিক উৎকন্ঠা, অস্থিরতা, ভয়, মৃত্যুভয়, একোনাইটের পরিচয় । মূল চরিত্রের সহিত লক্ষণ মিলাইয়া যদি এ লক্ষন এসে যায় তবে একোনাইটই প্রয়োগ হবে, তা চোখ অথবা দেহের যে কোন যন্ত্রই হোকনা কেন ।

ঠান্ডা বা ঠান্ডা বাতাস লাগিয়া চোখ উঠে অথবা হঠাৎ কোন কারণে চক্ষু প্রদাহ হয়– একোনাইট উপযোগী । ঠান্ডা লাগিয়া চোখ পীড়িত হয় বা উঠে । লক্ষনটি ডালকামায় পাওয়া যায়– তবে তার প্রকৃতি হইল– যতবার ঠান্ডা লাগে চক্ষু পীড়িত হয় । চক্ষুতে ঘন পীত বর্নের স্রাব হয় । যথেষ্ট পানির মত স্রাব হয়, খোলা বাতাসে বৃদ্ধি । একোনাইটের অশ্রুস্রাব বৃদ্ধি হয় শুষ্ক শীতল বাতাসে– এইটা উভয় ঔষধের মধ্যে পার্থক্য । ডালকামারা ছাড়াও অন্যান্য ঔষধে এই লক্ষণ আছে তা হইল– ইউফ্রেশিয়া, ক্যালি বাই ও পালসেটিলা ।

চক্ষু লালবর্ণ হয়, পানি পড়ে, চক্ষু গরম হয়, করকর করে – যেন চোখে বালি পড়িয়াছে । জ্বালা করে, চক্ষু ফুলিয়া যায়, চক্ষু খুলিতে পারেনা– একোনাইট উপযোগী । চক্ষু খুলিলেই চক্ষু হইতে পানি পড়ে লক্ষণ – কোনিয়াম ও রাসটকস নামক ঔষধে পাওয়া যায়। চক্ষু খুলিলেই চক্ষু হইতে গরম পানি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পড়ে, পানি হাজাজনক–রাসটকস ।

চক্ষুতে বালি পড়িয়াছে লক্ষণে – ঔষধটি ফাইটেলাক্কার ও কেলি মিউরের সহিত স্বাদৃশ্য । কারিণ উভয় ঔষধে এই লক্ষণটি পাওয়া যায়।

আলোক সহ্য হয়না, বিশেষ করে সূর্য়ের আলো । এই লক্ষণে- আর্সেনিক- মেট, ক্যালকেরিয়া কার্ব ও ইউফ্রেশিয়া তুলনীয় । তবে পার্থক্য হইল-সূর্য্যের ও বাতির আলো সহ্য হয় না, কিন্তু একোনাইটের এককভাবে সহ্য হয় না সূর্য্যের আলো । সূর্য্যের আলো সহ্য হয় না- কিন্তু বাতি বা প্রদীপের আলো সহ্য হয়- বেলেডোনা ও ক্যালকেরিয়া- ফ্লোর ।

ইহার রোগী চক্ষু শুষ্ক বোধ করে । নেট্রাম সালফের রোগী চক্ষু শুষ্ক বোধ করে এবং আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না । তবে নেট্রাম্‌সালফের শুষ্ক বোধটা বৈকালের পর হইতে সন্ধ্যা । একোনাইটের শুষ্ক বোধ সর্বক্ষন। ক্যালিফসে পুরা চক্ষু শুষ্ক বোধ করে - যেন চোখে কোন জলীয় অংশ নাই। ইসকিউলাস-হিপে শুষ্ক বোধআছে- তবে ইহার কারণ হইল দেহের যাবতীয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শুকাইয়া যায় । শুষ্কতা উত্তপ্ত বোধে সাধারনতঃ যে ঔষধগুলি ব্যবহার করা হয়- বেল, লাইকো, মার্ক-কর প্রভৃতি ।

একোনাইটের চক্ষু রোগে সর্বপ্রকার ধোঁয়া হইতে সাবধানে থাকিতে হইবে । ধোঁয়া বা ধূমপান, তামাক বা কয়লা, রন্ধন জনিত কার্য হইতে দূরে থাকিতে হইবে । একোনাইটের ক্রিয়া দ্রুত- সহজেই ফল দর্শে । লেবূ বা অম্ল ও মদ ক্রিয়া নাশ করে । একোনাইটের ক্রনিক সালফার । পূনঃপূনঃ প্রয়োগ হয় ।

পরবর্তী ঔষধ- সালফার , বেলেডোনা, ফেরাম ফস ।

ব্যবহৃত শক্তি-১, ৩, ৩০ ।

৩
ইসকিউলাস হিপ
AESCULUS HIP
HORSE CHESTNUT

ইহা উদ্ভেদ জাত ঔষধ । ইহার অভাবে পরিপাক শক্তি, হৃৎপিন্ড ও অন্ত্রের ক্রিয়া হ্রাস পায় । শরীরের বিভিন্ন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহ শুষ্ক, ফোলা এবং পূর্নতা বোধ হয় । শিরা ধমনীর উপর ক্রিয়াশীল ঔষধ ।

ফাইটেলাক্কার ন্যায় গলদেশ শুষ্ক ও কঠিন বোধ করে । পার্থক্য হইল- ইসকিউলাসের শুষ্কতার সহিত গলদকরণে চিড়িক মারা বেদনা কান অবধি বোধ করে ।

চক্ষুর উপর প্রয়োগ লক্ষন হইল- চক্ষুর রক্তকোষ ফুলিয়া যায় । জালের ন্যায় দেখা যায় । চক্ষু গোলকে বেদনা হয় । পানি পড়ে, উত্তপ্ত ও ভারী বোধ হয় । দৃষ্টি শক্তির আংশিক পক্ষাঘাত হয় । ফলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় । শীতল খোলা বাতাসে পানি পড়া - উপশম । খোলা বাতাসে উপশম- এলিয়াম- সেপা, টেলুরিয়াম । খোলা বাতাসে বৃদ্ধি লক্ষণের ঔষধ হইল- ক্যালকেরিয়া কার্ব, লাইকোপোডিয়াম, ফসফরাস ও সাইলিশিয়া ।

চক্ষু ভারীও উত্তপ্ত বোধ হয় কিন্তু চক্ষু শুষ্ক ও উত্তপ্ত বোধে - একোনাইট, বেল, লাইকো ও মার্ক-কর ।

তুলনীয় ঔষধ - এলো, ফাইটেলাক্কা, নাক্সভমিকা ও সালফার ।

ব্যবহৃত শক্তি মাত্রা- Q ৩, ৬ ।

৪
ইথুজা সিনাপিয়াম
AETHUSA CYNAPIUM
FOOL'S PARSLEY

উদ্ভেদজাত ঔষধ । শিশুদের ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রধান ক্রিয়া অন্ত্র এবং পাকস্থলী কিন্তু বিস্তৃতি ক্রিয়া ঘটে স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের উপর। ফলে ইহার রোগী জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। বড় হইলেও শিশুভাবাপন্ন থাকে । কোন কিছু চিন্তা করিতে পারেনা, কোন বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারে না ।

শিশু বমনে উপকারী ঔষধ। শিশু বমনে এত অবসন্ন হয়ে পড়ে যে পরক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়ে । আহারের কিছুক্ষণ পড়ে ভূক্ত দ্রব্য বমন করে । সঙ্গে সঙ্গে বমন করে – ফসফরাস, আর্সেনিকে বমন আছে।

বয়ঃব্রন, গরম হইলে চুলকায়, অস্থির শ্বাসক্রিয়া, খিল ধরার ন্যায় সংকোচন বোধ – শ্বাস কষ্ট যাতনায় রোগী কথা বলিতে পারেনা। সন্ধ্যা কালে রোগের বৃদ্ধি।

আলোক আতঙ্কে ঔষধটি ব্যবহার করা হয় । আলোক আতঙ্কে অন্যান্য ঔষধ – একোনাইট, আর্জেন্ট– নাইট, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ইউফ্রেশিয়া, ইগ্নেশিয়া, মার্ক–কর, মার্ক–সল, রাসটকস, সালফার, কোনিয়াম ।

ঘুমের মধ্যে চক্ষুদ্বয় ঘোরে অথবা চক্ষু তারকা নীচের দিকে ঘোরে – লক্ষণ ফলদায়ক । চক্ষু তারকা নীচের দিকে ঘোরে লক্ষণটি – হায়াসোমাসে পাওয়া যায় । চক্ষু লম্বালম্বি ভাবে ঘোরে – বেঞ্জিননাইট, জিঙ্কাম মেট। চক্ষু উপর দিকে ঘোরে– সাইকুটা–ভি, এসিড–মিউর, বেলেডোনা, হেলিবোরাস । দ্রুত চক্ষু ঘোরে ও চক্ষু

মুদ্রিত হয়- কুপ্রাম-মেট । চক্ষু গোলক ঘোরে - ম্যাগফস, জিঙ্কাম-মেট, র‍্যাফেনাস । র‍্যাফেনাসের বৈশিষ্ট্য হইল - চক্ষু তারকা চক্ষুর ভেতর গোলাকারে ঘোরে। গোলাকার ঘোরা অন্য কোন ঔষধে পাওয়া যায় না।

চক্ষু তারকা নীচের দিকে আকৃষ্ট । তারকাদ্বয় বিস্তারিত । চক্ষু পত্রের মেদময় গ্রন্থি সমূহের প্রদাহে ঔষধ উপযোগী। খোলা বাতাসে উপশম - সন্ধ্যায় বৃদ্ধি । খোলা বাতাসে উপশম - এলিয়াম সেপা। খোলা বাতাসে বৃদ্ধি - ক্যালকেরিয়া কার্ব, কলচিকাম, লাইকোপোডিয়াম, ফসফরাস, স্যানিকিউলা, সাইলিশিয়া।

তুলনীয় ঔষধ- ক্যালকেরিয়া-কার্ব, আর্সেনিক-এল্ব, সাইকুটা - ভি।

ব্যবহৃত শক্তিক্রম - ৩, ৬- ৩০ শক্তি ।

৫
এগারিকাস মাস্কেরিয়াস
AGARICUS MUSCARIUS
TOAD STOOL

ছত্রাক বিষ। ইহার বিষ ক্রিয়ার গতি ধীর । মানব দেহে স্নায়ু মন্ডলের উপর ক্রিয়া করে । নিঃস্রাবী স্নায়ুমন্ডলকে উত্তেজিত করে এবং অশ্রু, লালা, ঘর্ম উৎপাদন করে কিন্তু মূত্রস্রাব কমাইয়া দেয় । শীত বায়ুর স্পর্শ সহ্য হয় না । কল্পনা বা বোধশক্তি লোপের ক্ষেত্রে ইহার ক্রিয়া ঘটে ।

বকার স্বভাব কিন্তু প্রশ্নের জবাব দেয় না । সূর্য তাপ এবং ভ্রমনে

মাথা ঘোরে – পিছনের দিকে পড়িয়া যাওয়ার মত বোধ করে । বহুক্ষণ লেখাপড়া করায় মাথাভারী বোধ করে । শীতল পানি পানের আকাংখা । শীতল পানিতে সব লক্ষণের উপশম কিন্তু শীতল বায়ুর স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না । বরফপানি পান করিতে চাহে ।

ইহার রোগী বস্তু সকলকে বড় দেখে। নাকস–মস্কেটায়ও বস্তু সকল বড় দেখে, কিন্তু বস্তু সকলকে ছোট দেখে – প্লাটিনা। লম্বায় বড় দেখে – বেলেডোনা । বস্তু সকলকে লাল ও অতি বৃহৎ বোধ হয় – হিপার সালফার । দ্রব্য, বস্তু বা জিনিষ নয় – চক্ষুই বড় বোধ হয় – স্পাইজেলিয়া । ছাপার অক্ষরও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখে – গ্লোনোইন ।

একটি জিনিস দুইটি দেখে । ডবল ভিসনের অন্যান্য ঔষধ গুলি হইল– বেলেডোনা, সাইক্লোমেন, জেলসিমিয়াম, হায়াসোমাস, এসিড নাইট। শিরঃঘূর্ণনের সহিত ডবল ভিসনের ঔষধ – জেলসিমিয়াম, আর্জেন্টনাইট, বেলেডোনা, গ্লোনোইন, নাক্সভমিকা, সাইকুটা– ভি, ফসফরাস, সেনেগা ।

ঝাপসা, অস্পষ্ট ও অপরিস্কার দৃষ্টি । চক্ষুর পাতার কম্পনে কিংবা চক্ষু তারকা কম্পনে উপকারী। পড়িতে কষ্ট । মনে হয় অক্ষরগুলি সরিয়া যাইতেছে অথবা ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দৃষ্টিশক্তি খর্বতাই ইহার কারণ । অক্ষর সরিয়া যাইতেছে বা ভাসিয়া বেড়ায় লক্ষণের দ্বিতীয় ঔষধ হইল– ক্লিমেটিস । ভাসমান বস্তু দেখে – সাইক্লোমেন ।

চোখের সম্মুখে ভূত–প্রেত দেখে । অনেকক্ষণ চোখের কাজ করিলে চক্ষুর স্নায়ু শূল হয়। সূর্য্যের তাপে বৃদ্ধি। চক্ষুর অতিশ্রম জণিত চক্ষু ক্লান্তিতে ঔষধটি ব্যবহার করা হয় । অল্প পরিশ্রমে চক্ষু ক্লান্ত বোধ করে– ক্যালকেরিয়া কার্ব ও পাইলোকার্পাস । অতিরিক্ত চক্ষুর কাজ করা ও মাথা ধরার জন্য ঔষধ– সিমিসিফিউগা, ইউপেটোরিয়াম–পার্ফ, জেলসিমিয়াম, নেট্রাম–মিউর, রুটা।

পরবর্তী ঔষধ – বেল, ক্যালকেরিয়া, কুপ্রাম, পালস, রাসটক্স্।

ক্রিয়া স্থিতি – ৪০ দিন।

ব্যবহৃত শক্তিক্রম – ৩ – ৩০ – ২০০ ।